ইউনিট ১০

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

ভূমিকা

অর্থ আমাদের প্রায় প্রতিটি কার্যকে প্রভাবিত করে। তাই আমাদের সকলেরই অর্থ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ব্যাংক আবার এই অর্থ নিয়ে ব্যবসা করে। আপনার মনে প্রশ্ন হতে পারে অর্থ নিয়ে ব্যবসা, সেটি কি করে সম্ভব? হ্যাঁ, তাও সম্ভব। এই ইউনিট পাঠের পর আপনি অর্থ ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংক সম্পর্কে জানতে পারবেন।

পাঠ ১ : অর্থের প্রচলন

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- দ্রব্য বিনিময় কাকে বলে বলতে পারবেন।
- দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- অর্থের আবিষ্কারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

দ্রব্য বিনিময় : দ্রব্য বিনিময় একটি লেনদেনের পদ্ধতি। প্রাচীনকালে যখন অর্থ বা মুদ্রা ছিল না তখন এই পদ্ধতিতেই মানুষ চাহিদার জিনিসটি পেত। ধরুন, আপনি চাল দিয়ে জেলের কাছ থেকে মাছ নিলেন। এক্ষেত্রে আপনি যে পদ্ধতিতে কাজটি করলেন সেটি দ্রব্য বিনিময়। দ্রব্য-বিনিময় প্রথার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য তিনটি শর্ত পূরণ করতে হয়। শর্ত তিনটি নিচে দেওয়া হল :

ক. একজনের পণ্য অন্যজনের পাওয়ার ইচ্ছা থাকতে হবে।
খ. যে দ্রব্যটি পাওয়ার ইচ্ছা তা বিনিময় করার জন্য নিজের পণ্যটি প্রদানের অনুরূপ ইচ্ছা থাকতে হবে।
গ. যে দ্রব্যটি পাওয়ার ইচ্ছা তার উপযোগ অবশ্যই বিনিময়ে যে পণ্যটি প্রদান করা হবে তার উপযোগ থেকে বেশি থাকতে হবে।

দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় উপরিউক্ত শর্ত পূরণ করে লেনদেন করা গেলেও পরবর্তীকালে এতে প্রচুর অসুবিধা দেখা দিল।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা : নিচে দ্রব্য-বিনিময় প্রথার বিবিধ অসুবিধা বর্ণনা করা হল :

১. অভাবের অসামঞ্জস্যতা : ধরা যাক, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় আপনার একজোড়া হালের গরু প্রয়োজন। এখানে আপনার যে অভাব তা হল, একজোড়া হালের গরু। হালের গরুর বিনিময়ে আপনার পিতার লাগানো উঠানের আম গাছটি প্রদান করতে আপনি রাজি হলেন। কিন্তু গাছের বিনিময়ে একজোড়া হালের গরু কোথাও পেলেন না। কারণ যার গরু আছে তার হয়ত গাছের অভাব নেই। এভাবে দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় দাতা-গ্রহীতার মধ্যে অভাবের একটি অসামঞ্জস্য বিরাজ করে। যেমন– একজন চালের বদলে কাপড় চান। কিন্তু যার কাপড় আছে তিনি হয়ত চাল চান না, তিনি মাছ চান।

২. পণ্যের অবিভাজ্যতা : ধরা যাক, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় আপনার একসাথে চাল, মাছ, তেল, কাপড় এসব দরকার। কিন্তু দেওয়ার মত আপনার কাছে মাত্র একটি গরু আছে। এক্ষেত্রে গরুটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যের সাথে বিনিময় করা সম্ভব নয়। সুতরাং পণ্যের অবিভাজ্যতা দ্রব্য-বিনিময় প্রথার একটি বিশেষ অসুবিধা।

৩. মূল্যমানের অভাব : ধরুন, একটি শার্টের দাম ১০০ টাকা এবং একটি বলপেনের দাম ৫ টাকা। সুতরাং সহজেই ২০টি বলপেন একটি শার্টের সাথে বিনিময় করা যায়। এখানে মূল্য নিরূপণের জন্য টাকাকে একক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই বিনিময় হার নির্ধারণেও সুবিধা হয়েছে। কিন্তু অর্থের প্রচলন না থাকলে একটি শার্টের জন্য একজন হয়ত ২০টি বলপেন এবং অপর একজন হয়ত ৩০টি বলপেন দিতে রাজি হবে। সুতরাং আমরা এখান থেকে বলতে পারি, দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় নির্দিষ্ট মূল্যমানের অভাব রয়েছে।

৪. সঞ্চয়ের অভাব : দ্রব্য সঞ্চয় করলে তা প্রায় ক্ষেত্রেই নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই দ্রব্য সঞ্চয় নিরাপদ নয়। এছাড়া দ্রব্য সঞ্চয়ে পর্যাপ্ত জায়গার প্রয়োজন। ফলে দ্রব্য-বিনিময় প্রথায় মানুষ সঞ্চয়ের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

অর্থের বিবর্তন

মানুষ তাঁর নিজের প্রয়োজনে অর্থ আবিষ্কার করেছে। অর্থের এই আবিষ্কারের মূলে রয়েছে এক বিবর্তনের ইতিহাস। এই বিবর্তনের ইতিহাসটি সৃষ্টি হয়েছে কয়েক হাজার বছর ধরে ধাপে ধাপে। তাহলে আসুন এই ইতিহাসটি কি সে সম্পর্কে জেনে নিই।

১। দ্রব্য বিনিময় : প্রাচীনকালে মানুষ গাছে ও পাহাড়-পর্বতের গুহায় বাস করত। ফলমূল ও পশু-পাখির কাঁচা মাংস ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। পরে জীবনের প্রয়োজনে মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। ধীরে ধীরে মানুষ আগুনের ব্যবহার ও কৃষি কাজ শিখে। ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান ও চাহিদার পরিবর্তন হতে থাকে। এই বর্ধিত চাহিদা পূরণের জন্যই প্রচলন হয় দ্রব্য-বিনিময় প্রথা। মানুষ স্বীয় অভাব পূরণের জন্য একজনের দ্রব্য অন্যজনের দ্রব্যের সাথে বিনিময়ের প্রথা প্রচলন করে। পরে এর নানা অসুবিধার কারণে আবিষ্কৃত হয় সামগ্রী বা দ্রব্য-মূল্য।

২। সামগ্রী বা দ্রব্যমূল্য : দ্রব্য-বিনিময়ের অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য মানুষ ছাগল, গরু, চামড়া, হাঁস, মুরগি প্রভৃতি একে একে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। কিন্তু এই সকল দ্রব্যের মাধ্যমে মানুষ সঞ্চয় করতে পারত না। ফলশ্রুতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মূল্যবান ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়।

৩। মূল্যবান ধাতু : এ যুগে মানুষ ধাতুর ব্যবহার শিখে। মানুষের মাঝে তামা, রূপা, ও সোনার কদর বৃদ্ধি পায়। সকলেই এসব ধাতুকে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে স্বীকার করে। ফলে ধীরে ধীরে বিনিময়ের মাধ্যম পরিবর্তিত হয়ে যায়। শুরু হয় বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বর্ণ ও রৌপ্যের ন্যায় মূল্যবান ধাতুর ব্যবহার। ব্যবহৃত ধাতুগুলো ছিল পিণ্ডাকৃতির। ফলে এর গুণাগুণ অর্থাৎ আসল-নকল বিচারের প্রশ্ন প্রায়ই উঠত। সুতরাং মূল্যবান ধাতুর ব্যবহারেও অসুবিধা দেখা দিল।

৪। ধাতব দ্রব্য : পিণ্ডাকারে ধাতুর ব্যবহারের অসুবিধা দূর করার জন্য ধাতুকে মুদ্রার আকার দিয়ে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। কিন্তু এতেও অসুবিধা দেখা দিল। যেমন– মুদ্রা জাল হওয়া, মুদ্রার ধাতু চুরি হওয়া ইত্যাদি। এই অসুবিধা দূর করারও ব্যবস্থা হয়েছিল সে সময়ে। যেমন–মুদ্রা জাল রোধ করার জন্য মুদ্রায় রাজা-বাদশাদের নাম ও নানা প্রকারের মোহর অঙ্কিত করা হত। মুদ্রার ধাতু চুরি রোধ করার জন্য মুদ্রার কিনারায় খাঁজ কাটা হত। যেমন– আমাদের দেশের পঁচিশ পয়সা, পঞ্চাশ পয়সা এবং এক টাকা ও পাঁচ টাকার মুদ্রা।

৫। কাগজি মুদ্রা : মূল্যবান ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। ধাতুর অপ্রতুলতা ও বহনে অসুবিধা দেখা দিলে এই অসুবিধা দূর করার জন্য কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। কাগজি মুদ্রার প্রতুলতা বেশি এবং কাগজকে সহজে মুদ্রাঙ্কন করে মুদ্রায় পরিণত করা যায়। সুতরাং বর্তমানে কাগজি মুদ্রার প্রচলন সবচেয়ে বেশি। কাগজি মুদ্রা প্রচলন করতে হলে সরকারকে নির্দিষ্ট মূল্যের স্বর্ণ মজুদ রাখতে হয়।

৬। ঋণপত্র : বর্তমানে উন্নত দেশগুলোতে কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণপত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। দ্রব্য-বিনিময় প্রথা কি?
- ক. টাকা দিয়ে দ্রব্য ক্রয়
- খ. অন্যের দ্রব্য লাভ করা
- গ. নিজের দ্রব্যের পরিবর্তে অন্যের দ্রব্য লাভ
- ঘ. সোনা-রূপার বিনিময়ে অন্যের দ্রব্য লাভ

২। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার সুবিধা কোনটি?
ক. পণ্যের অবিভাজ্যতা খ. মূল্যমানের অভাব
গ. অভাবের অসামঞ্জস্যতা ঘ. চাহিদা পূরণ

৩। কোনটি অর্থের বিবর্তনের ধাপ হিসেবে পরিচিত?
ক. সরকারি মুদ্রা খ. কাগজী মুদ্রা
গ. ব্যাংক মুদ্রা ঘ. প্রায় মুদ্রা

রচনামূলক প্রশ্ন

১। দ্রব্য বিনিময় প্রথা কি? এর অসুবিধাগুলো কি ছিল?
২। অর্থের বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলতে কি বুঝায়?

পাঠ ২ : অর্থের সংজ্ঞা ও কার্যাবলী

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- অর্থের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থের সংজ্ঞা

'অর্থ' শব্দটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। ধরুন, আপনি ৫ টাকা দিয়ে একটি বলপেন ক্রয় করলেন। এখানে আপনার কলমটির মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে টাকার মাধ্যমে। আবার ধরুন, ১০০ টাকা দিয়ে আপনি আপনার বন্ধুর ঋণ বা ধার শোধ করলেন। আবার টাকা আপনি সঞ্চয়ও করতে পারেন। আপনার প্রত্যেকটি কাজের সাথে টাকা জড়িত। এখানে টাকাকেই আমরা অর্থ বলি। উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, **যে জিনিসের মাধ্যমে মানুষ ক্রয়-বিক্রয় করে, ধার-দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে সবাই গ্রহণ করে এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে ব্যবহার করে তাকে অর্থ বলে। অর্থ মূলত বিনিময়ের মাধ্যম।**

অর্থের কার্যাবলী

বর্তমানে অর্থ অনেকগুলো কার্য সম্পাদন করে। নিচে এই কার্যগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল :

১. বিনিময়ের মাধ্যম : আপনি পূর্বের দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলো জেনেছেন। অর্থের আবিষ্কার দ্রব্য বিনিময় প্রথার সব সমস্যা দূর করেছে। সব ধরনের পণ্য বা সেবা অর্থের বিনিময়ে লেনদেন হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি অর্থের সবচেয়ে গরুত্বপূর্ণ কাজ।

২. মূল্য নিরূপণ : ধরুন, বাজার থেকে এক মিটার কাপড় কিনবেন। এর জন্য আপনাকে মূল্য দিতে হবে। এই মূল্য কিভাবে দিবেন? মূল্যটি অবশ্যই টাকার মাধ্যমে দিবেন। তাহলে টাকা এখানে কি কাজ করছে? নিশ্চয়ই মূল্য নিরূপণ করছে। মিটার দৈর্ঘ্যের একক এবং টাকা মূল্যের একক। কারণ মিটার দৈর্ঘ্য পরিমাপ করে এবং টাকা মূল্য পরিমাপ করে। সুতরাং আমরা বলতে পারি টাকা মূল্য বা হিসাবের একক হিসেবে কাজ করে।

৩. সঞ্চয়ের বাহন : একজন কৃষকের কথাই ধরুন। তিনি তাঁর উৎপাদিত ফসল বছরের পর বছর জমিয়ে রাখতে পারেন না। এর মূল কারণ হল ফসল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া ফসল জমিয়ে রাখার জন্য প্রচুর জায়গা প্রয়োজন হয়। কিন্তু তিনি যদি ফসল বিক্রয় করে প্রাপ্ত টাকা সঞ্চয় করে রাখেন, তাহলে এই দু'টি অসুবিধা দূর হতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি অর্থ সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

৪. স্থগিত লেনদেনের মাধ্যম : ধরুন, কোন বন্ধুর কাছে আপনি ৫০০ টাকা ঋণী আছেন। এই ঋণের টাকা পাঁচ বছর পরে পরিশোধ করতে হবে। অর্থের মাধ্যমে এভাবে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা খুব সুবিধাজনক। সময় পরিবর্তনের দরুন অর্থের মূল্যেরও পরিবর্তন হয়। যেমন– ঋণ পরিশোধের সময় আপনার বন্ধু ৫০০ টাকা নিতে রাজি নাও হতে পারেন। কারণ পাঁচ বছর আগের ও পাঁচ বছর পরের ৫০০ টাকার মূল্য পরস্পর সমান নয়। তাই তিনি হয়ত অতিরিক্ত টাকা দাবী করতে পারেন এবং দাবি করাটাই স্বাভাবিক। অর্থের মাধ্যমে সহজেই এই সমস্যাটির সমাধান করা যায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি অর্থ স্থগিত লেনদেনের মাধ্যম।

৫) নগদ অর্থের কাজ : নগদ অর্থের কাজ সম্পর্কে আমরা সকলেই পরিচিত। যেমন– ডাক্তারের কাছ থেকে চিকিৎসা সেবা পাওয়ার জন্য নগদ টাকা প্রয়োজন, প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য নগদ টাকা প্রয়োজন ইত্যাদি। দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ করার জন্য নগদ অর্থের মত গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ আর নেই। স্থায়ী সম্পত্তি, যথা– ঘর-বাড়ি, জমি-জমা এগুলোর বিনিময়ে মানুষ দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহ ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মিটাতে পারে না। যেমন– একজন ধনী লোকের জরুরি চিকিৎসার জন্য একটি ক্লিনিকে যাওয়া প্রয়োজন। এই অবস্থায় তাঁর বাড়ি-গাড়ির চেয়ে নগদ টাকার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

অর্থ সরবরাহের নিয়ামকসমূহ

নিচে অর্থ সরবরাহের নিয়ামকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১. বিহিত মুদ্রা : একটি ৫ টাকার নোটের উপরের লেখাগুলো পড়ুন। '---- চাহিবামাত্র ইহার বাহককে পাঁচ টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে।' অন্যান্য লেখার সাথে এই লেখাটি দেখতে পাবেন। লেখাটির কারণ হল, এই মুদ্রা লেনদেনের নিষ্পত্তিতে কেউ গ্রহণ করতে রাজি না হলে দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী তিনি দণ্ডনীয় অপরাধ করবেন। এই ধরনের মুদ্রাকে বিহিত মুদ্রা বলা হয়। বিহিত মুদ্রা সরকারি ঘোষণা ও আইনের আওতায় প্রচলিত। বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ টাকা থেকে পাঁচশত টাকার নোট বিহিত মুদ্রা হিসেবে প্রচলন করে। তাই এই মুদ্রাগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে।

২. ব্যাংক মুদ্রা : ধরুন, ১০০০ টাকার ঋণ পরিশোধ করবেন। পাওনাদারকে নগদ ১০০০ টাকা না দিয়ে ১০০০ টাকার একটি চেক প্রদান করলেন। পরে পাওনাদার আপনার ব্যাংক থেকে এই টাকা তুলে নিবেন। এখানে চেকটি লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করল। সুতরাং চেকটিকে আমরা অর্থ বলব। এটি মূলত টাকার বিকল্প। চেকের মত বিল অব একচেঞ্জ, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদি দলিলগুলোকে ব্যাংক মুদ্রা বলা হয়।

৩. সরকারি মুদ্রা : এক টাকা ও দুই টাকার নোট পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবেন এই দুটি নোটের মধ্যে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর রয়েছে। কারণ বাংলাদেশ সরকার এই মুদ্রা প্রচলন করে। এক টাকা, দুই টাকার মত পয়সাগুলোও সরকার প্রচলন করে। সরকার এই মুদ্রা প্রচলন করে বিধায় এই মুদ্রাকে সরকারি মুদ্রা বলা হয়।

৪. প্রায়-মুদ্রা : ধরুন, আপনার কাছে ১০০০ টাকার প্রাইজবন্ড আছে। প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে এই প্রাইজবন্ড সহজেই ভাঙ্গিয়ে নগদ টাকায় পরিণত করতে পারবেন। এই প্রাইজবন্ডের মাধ্যমে আপনি ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন। তবে ঋণদাতা যদি এটি গ্রহণ করতে রাজি না হন, তাহলে তিনি আইনত দণ্ডনীয় হবেন না। কারণ সরকারি আইন অনুসারে লেনদেনের নিষ্পত্তিতে এটি গ্রহণ করতে কেউ বাধ্য নয়। প্রাইজবন্ডের একটি বৈশিষ্ট্য হল, একে সহজেই নগদ অর্থে পরিণত করা যায়। প্রাইজবন্ডের মত সরকারি বণ্ড, স্থায়ী আমানত ইত্যাদি যে সকল সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে নগদ অর্থে পরিণত করা যায় তাকে প্রায়-মুদ্রা বলা হয়।

সারসংক্ষেপ

- অর্থের প্রধান কার্যাবলী হচ্ছে– বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্য নিরূপণ, সঞ্চয়ের বাহন ও স্থগিত লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা।
- অর্থ সরবরাহের নিয়ামকসমূহ হচ্ছে- বিহিত মুদ্রা, সরকারি মুদ্রা, ব্যাংক মুদ্রা ও প্রায়-মুদ্রা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। অর্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হয় কি হিসেবে?
ক. সঞ্চয়ের বাহন খ. মূল্য নিরূপণ
গ. বিনিময়ের মাধ্যম ঘ. স্থগিত লেনদেনের মাধ্যম

২। কোনটি বিহিত মুদ্রা?
ক. পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রা খ. এক টাকার নোট
গ. দুই টাকার নোট ঘ. দশ টাকার নোট

৩। কোনটি সরকারি মুদ্রা?
ক. এক টাকার নোট খ. দশ টাকার নোট
গ. বিশ টাকার নোট ঘ. পঞ্চাশ টাকার নোট

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।
২। অর্থের সংজ্ঞা লিখুন। অর্থ সরবরাহের নিয়ামকসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ : ব্যাংক ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ব্যাংক কি তা বলতে পারবেন।
- ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংকের প্রকারভেদ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যাংক কি?

ব্যাংক কথাটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অর্থ নিয়েই এই প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ। কারণ ব্যাংক অর্থের ব্যবসা করে। প্রতিদিন অগণিত মানুষ ব্যাংকে তাদের সঞ্চয় জমা রাখে। এর মূল কারণ হল, সঞ্চয়ের অর্থ নিজের কাছে রাখা নিরাপদ নয়। এছাড়া ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে নির্ধারিত হারে সুদ পাওয়া যায়। প্রয়োজনের সময় এই অর্থ আবার উত্তোলন করা যায়। কিন্তু একটি মজার ব্যাপার হল সকলেই একযোগে এই অর্থ উত্তোলন করতে আসে না। তাই ব্যাংকের কাছে সকলের সঞ্চিত অর্থের বিরাট অংশ থেকে যায়। এই অংশ থেকে ব্যাংক আবার অন্য একজনকে ঋণ দেয়। অর্থাৎ ব্যাংক এক পক্ষের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষকে ঋণ দেয়। যে পক্ষ টাকা জমা রাখে তাকে সুদ প্রদান করে এবং যে পক্ষকে ঋণ দেয় তাঁর কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ গ্রহণ করে। এই বেশি সুদ ব্যাংকের মুনাফা। তাহলে দেখা যায় যে, ব্যাংক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কার্যসম্পাদন করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, **যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে একদিকে জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ এবং অন্যদিকে ঋণদান সংক্রান্ত কার্য সম্পাদন করে মুনাফা অর্জন করে তাকে ব্যাংক বলে।**

ব্যাংক উৎপত্তির ইতিহাস

বর্তমানে আমরা সকলেই ব্যাংকের সাথে পরিচিত। ব্যাংকের উৎপত্তির পেছনে একটি ইতিহাস রয়েছে। আপনার নিশ্চয়ই এই ইতিহাস সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে করবে। তাহলে আসুন ইতিহাসটি জেনে নিন।

ব্যাংক আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ইংল্যান্ডে স্বর্ণকারগণ বিশ্বাসী, সৎ ও নিষ্ঠাপরায়ন লোক হিসেবে বিবেচিত হত। তাদের যেহেতু মূল্যবান জিনিসের ব্যবসা ছিল তাই তারা জিনিসগুলোর পর্যাপ্ত নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করত। এ কারণে জনগণ তাঁদের সঞ্চয় স্বর্ণকারদের কাছে গচ্ছিত রাখত।

কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর স্বর্ণকারগণ দেখতে পেল, এ ধরনের সকল আমানতকারী একসঙ্গে তাদের জমাকৃত টাকা উঠায় না বা সবাই একযোগে টাকা উঠাতে আসে না। এভাবে জমাকৃত টাকার এক বিরাট অংশ তাদের কাছে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে।

এই অবস্থা দেখে স্বর্ণকারগণ আমানতকারীদের দাবি মেটানোর জন্য একটি অংশ হাতে রেখে গোপনে বাকী অংশ অন্য এক পক্ষকে ধার দিতে শুরু করল। এ ধরনের ধার গ্রহণকারীর কাছ থেকে তারা সুদ আদায় করা শুরু করল। কিন্তু পরে গোপনীয়তা প্রকাশ হয়ে গেল। খবর ছড়িয়ে পড়ার পর সকল আমানতকারী একযোগে অর্থ উঠাতে চলে আসে। এই অবস্থায় তারা সকলের দাবি পূরণ করতে না পেরে দোকান বন্ধ করে পেছনের দরজা দিয়ে পলায়ন করে। যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাকে দেউলিয়া বলা হয়। ইংরেজিতে দেউলিয়া শব্দটির অর্থ Bankrupt। তাই তখন স্বর্ণকারদের দেউলিয়া বা Bankrupt বলা হত। স্বর্ণকারগণ আমানতকারীদের বিশ্বাস ভঙ্গ করলেও তাঁদের কাজটি জন্ম দিয়েছে আজকের এই ব্যাংক ব্যবস্থার। বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থা ছাড়া কোন দেশের অর্থনীতির কথা কল্পনাও করা যায় না।

ব্যাংকের প্রকারভেদ

কাজের ধরন অনুযায়ী ব্যাংককে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. কেন্দ্রীয় ব্যাংক

খ. বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং
গ. উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক

যে ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের কার্যাবলী ও দেশের সামগ্রিক মুদ্রা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। একটি দেশে মাত্র একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থাকে। **বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক।** ঢাকার মতিঝিলে এই ব্যাংকটির প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। দেশে সব ধরনের ব্যাংক এই ব্যাংকের আওতায় থেকে কাজ করে যাচ্ছে।
নিচে কয়েকটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম দেওয়া হল :

দেশ	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম
ব্রিটেন	ব্যাংক অব ইংল্যান্ড,
যুক্তরাষ্ট্র	ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম,
ভারত	রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া,
ফ্রান্স	ব্যাংক অব ফ্রান্স।

২। বাণিজ্যিক ব্যাংক

আপনি নিজে যে ব্যাংকটির সাথে পরিচিত সেটি হল বাণিজ্যিক ব্যাংক। এই ব্যাংকের বাণিজ্যিক ব্যাংক নামকরণের মূল কারণ হল এর উদ্দেশ্য মূলত বাণিজ্যিক অর্থাৎ মুনাফা অর্জন করা। **যে ব্যাংক সমাজের এক পক্ষের অর্থ সুদের বিনিময়ে অন্য পক্ষকে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়।** নিচে আমাদের দেশে পরিচালিত কয়েকটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নাম দেওয়া হল :

সোনালী ব্যাংক ;
অগ্রণী ব্যাংক এবং
জনতা ব্যাংক।

বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক :

এইচএসবিসি এবং গ্রীন্ডলেজ ব্যাংক।

৩। উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান

যে ব্যাংক দেশের কোন বিশেষ খাত উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় তাকে উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলে। মুনাফা অর্জন করা এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য নয় বরং উন্নয়নমূলক কাজ করাই এর মূল উদ্দেশ্য। কৃষি ব্যাংকের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। এই ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হল কৃষিখাত উন্নত করা। দেশের বাণিজ্য খাত উন্নত করা এর মূল উদ্দেশ্য নয়। নিচে বাংলাদেশের কয়েকটি উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া হল :

উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	উন্নয়ন খাত
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক	শিল্প
গৃহনির্মাণ ঋণদান সংস্থা	গৃহনির্মাণ
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	কৃষি
সমবায় ব্যাংক	কৃষি ও সমবায়ীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা।

সারসংক্ষেপ

- ব্যাংক একপক্ষের কাছ থেকে অর্থগ্রহণ করে এবং অপরপক্ষকে ঋণ দেয়। তিন ধরনের ব্যাংক আছে : কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কোনটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক?
ক. সোনালী ব্যাংক খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. জনতা ব্যাংক ঘ. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক

২। কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংক
ক. বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. জনতা ব্যাংক ঘ. সমবায় ব্যাংক

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক কিভাবে মুনাফা অর্জন করে?
ক. প্রদত্ত ঋণের সুদ থেকে খ. শেয়ার বিক্রি করে
গ. আমানত গ্রহণ করে ঘ. চেক লেনদেন করে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। ব্যাংক কাকে বলে? বাংক কত প্রকার ও কি কি?
২। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও উন্নয়নমূলক আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাকে বলে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে?
২। বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে?

পাঠ ৪ : কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকও অন্যান্য ব্যাংকের মত একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটি সমস্ত ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। কেন্দ্রীয় ব্যাংক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে কার্য সম্পাদন করে। এই ব্যাংকটি জাতীয় স্বার্থে কাজ করে– মুনাফা অর্জন করা এর মূল উদ্দেশ্য নয়। এই ব্যাংক কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে । নিচে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করা হল :

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

১. নোট ইস্যু সংক্রান্ত : কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে প্রচলিত বিহিত মুদ্রা প্রচলন করে। যেমন– বাংলাদেশ ব্যাংক ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট ইস্যু বা প্রচলন করে। তাই এসব নোটের গায়ে ব্যাংকের প্রধান অর্থাৎ গভর্ণরের স্বাক্ষর থাকে। একটি কথা মনে রাখবেন, বাংলাদেশ ব্যাংক ইচ্ছে করলেই যে কোন পরিমাণ নোট ইস্যু করতে পারে না। কারণ নোট ইস্যু করার জন্য এই ব্যাংকটিকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বর্ণ বা বৈদেশিক মুদ্রা (ডলার বা পাউন্ড) রিজার্ভ হিসেবে জমা রাখতে হয়। আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল (International Monetary Fund বা IMF) এই রিজার্ভের হার নির্ধারণ করে দেয়।

২. সরকারের ব্যাংক : সরকারেরও কিন্তু আয়-ব্যয় দুটোই আছে। কর আদায়ের মাধ্যমে সরকার আয় করে এবং সরকারি সংস্থার কর্মচারীদের বেতন প্রদান ও উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে ব্যয় নির্বাহ করে। এই আয়-ব্যয় নির্বাহ করার জন্য সরকারকে একটি ব্যাংকের সাহায্য নিতে হয়। সরকারের এই ব্যাংকটি মূলত কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সরকার আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ এই ব্যাংকে জমা রাখে। আবার সংকটের সময় এই ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের জন্য উপরিউক্ত কার্য সম্পাদন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে আর্থিক বিষয়ে নানাবিধ পরামর্শ প্রদান করে।

৩. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক : দেশের অন্যান্য ব্যাংক ইচ্ছামত কার্য সম্পাদন করতে পারে না। ব্যাংকগুলোকে অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করতে হয়। কোন ব্যাংক এই নীতিমালার বাইরে কার্য সম্পাদন করলে বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে পারে। ব্যাংকগুলো বিশেষ করে বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের আমানতের একটি অংশ বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা রাখে এবং সংকটের সময় বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে।

৪. সর্বশেষ ঋণদাতা : পূর্বেই বলেছি বাণিজ্যিক ব্যাংক জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ করে। জনগণের উত্তোলন চাহিদা পূরণ করার জন্য একটি অংশ নিজের কাছে রাখে এবং অপর অংশ ঋণ হিসেবে প্রদান করে। জনগণের উত্তোলন চাহিদা বেড়ে গেলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকটি সামাল দেওয়ার জন্য আবার অন্য ব্যাংক থেকে ঋণ নিবে। ধরুন, সোনালী ব্যাংকের কাছে মাস শেষে আমানতকারীদের উত্তোলন চাহিদা পূরণ করার জন্য পর্যাপ্ত নগদ টাকা নেই। এই অবস্থায় ব্যাংকটি কি করবে? নিশ্চয়ই আমানতকারীদের ফিরিয়ে দিবে না। কারণ এতে আমানতকারীদের মনে ব্যাংকটির আর্থিক স্বচ্ছলতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। সংকট নিরসনের জন্য সোনালী ব্যাংক অন্য যে কোন ব্যাংক, যেমন– অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংকের কাছে ঋণ চাইবে। এই ব্যাংকগুলো ঋণ দিতে অপারগতা প্রকাশ করলে তখন কি করবে? কোথায় যাবে? এবার যাবে তার নিজের ব্যাংক অর্থাৎ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে। বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে ফিরিয়ে দিবে না। অবশ্যই প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান করবে। সুতরাং আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ দানে শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে গণ্য করতে পারি।

৫. বিনিময় হার ঠিক করা : ধরুন, আপনার হাতের ঘড়িটি জাপানি। এই ঘড়িটি জাপান থেকে এমনি আসেনি। এটিকে ক্রয় করতে হয়েছে। বিদেশের সাথে বাংলাদেশের এই ক্রয়-বিক্রয়কে বৈদেশিক বাণিজ্য বলা হয়। এরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে আমাদের দেশের পণ্য বিদেশে বিক্রয় হচ্ছে এবং বিদেশী বহু পণ্য আমাদের দেশে আসছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য বৈদেশিক বিনিময় হার ঠিক রাখা একান্ত প্রয়োজন। বৈদেশিক বিনিময় আর কিছুই নয়, এটি মূলত একটি দেশের মুদ্রার সাথে অন্য একটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার। খবরের কাগজে বা রেডিও-টিভিতে শুনে থাকবেন যে, টাকার সাথে ডলারের একটি বিনিময় হার আছে। যেমন, ১ ডলার = ৪৫ টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক শুধু ডলারের সাথে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব মুদ্রার সাথে টাকার একটি বিনিময় হার রক্ষণাবেক্ষণ করে। এই হার স্থিতিশীল রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ।

৬. ক্লিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘর : চেকের মাধ্যমে আপনি আপনার ধার-দেনা শোধ করতে পারেন। ধরুন, আপনার বন্ধুকে ধার শোধ বাবদ ১০০ টাকার একটি চেক প্রদান করলেন। আপনার হিসাব সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় এবং আপনার বন্ধুর হিসাব জনতা ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখায়। আপনার বন্ধু চেকটি জনতা ব্যাংকে তাঁর নিজের হিসাবে জমা করবে। অতঃপর জনতা ব্যাংক এই চেকের অর্থ সোনালী ব্যাংক থেকে সংগ্রহ করবে। মনে রাখবেন এ ধরনের সংগ্রহের জন্য জনতা ব্যাংকের কোন কর্মীকে সোনালী ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় আসতে হবে না। চেকটির অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ হয়ে আপনার বন্ধুর হিসাবে জনতা ব্যাংকের ঐ শাখায় জমা হবে। এই প্রক্রিয়াকে ক্লিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘর বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এ ধরনের আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন করা হয়।

৭. ঋণ নিয়ন্ত্রণ : পূর্বের আলোচনায় জেনেছেন যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়; একে মুদ্রাস্ফীতি বলে। আবার অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের চেয়ে কম হলে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়; একে মুদ্রা সংকোচন বলে। দুটি অবস্থাই অসুবিধাজনক। এ কারণে ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই ঋণ নিয়ন্ত্রণের কাজটি কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই করতে হয়।

৮. ন্নয়নমূলক কার্যকলাপ : সরকার উন্নয়নমূলক কার্য সম্পাদনের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য প্রয়োজন হতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারকে এই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। পকিল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ সংক্রান্ত ব্যাপারে সহায়তা করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

ক.অর্থ জমা রাখা : বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হচ্ছে বিভিন্ন লোকের অর্থ জমা রাখা। তিন ধরনের হিসাবের মাধ্যমে এই অর্থ জমা রাখা হয়। এগুলো হচ্ছে : **(১) চলতি হিসাব**– জমাদানকারীগণ এ হিসাব থেকে যে কোন কার্যদিবসে তাদের টাকা উঠাতে পারেন; **(২) সঞ্চয়ী হিসাব** – এ হিসাবে টাকা জমাদানকারীগণ নির্দিষ্ট সময়ে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা উঠাতে পারেন ও **(৩) স্থায়ী আমানত** : এ হিসাবে টাকা জমাদানকারীগণ নির্দিষ্ট সময় পরে তাদের টাকা উঠাতে পারেন। আগে উঠাতে হলে কয়েকদিন পূর্বে লিখিত নোটিশ দিতে হয়। সঞ্চয়ী হিসাবে ও স্থায়ী আমানতে টাকা জমা রাখলে ব্যাংক নির্দিষ্ট হারে সুদ দেয়।

খ. ঋণদান করা : বাণিজ্যিক ব্যাংক অর্থ ঋণদান করে এবং এজন্য সুদ গ্রহণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক টাকা জমাদানকারীদেরকে যে হারে সুদ দেয়, ঋণগ্রহণকারীদের কাছ থেকে তার চেয়ে অধিক হারে সুদ আদায় করে। সাধারণত ব্যবসায়ীরা এ ধরনের ঋণ নেয়। তবে আমানতকারীরা ব্যাংক থেকে তাদের টাকা উঠাতে চাইলে তাদেরকে টাকা ফেরত দিতে হয়। সুতরাং ব্যাংক তাদের কাছে জমা টাকার সবটুকু ঋণ দিতে পারে না।

গ. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি : বাণিজ্যিক ব্যাংক যে সব চেক প্রদান করে তা দিয়ে অনেকে দেনা-পাওনা মিটায়। এভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে।

ঘ. বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা : অনেক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন পরিচালিত হয়।

ঙ. অর্থ স্থানান্তর করা : বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাহায্যে ব্যাংক ড্রাফট্ ,ভ্রমণকারীর চেক ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে স্থানান্তর করা যায়।

চ. সঞ্চয় বৃদ্ধি : বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের সঞ্চিত অর্থ থেকে শিল্প ও বাণিজ্য খাতে ঋণ প্রদান করে। ফলে দেশে পুঁজি গঠনে সহায়তা হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অগ্রগতি সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১০.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি হিসেবে কাজ করে?
- ক. সর্বশেষ ঋণদাতা
- খ. অর্থ স্থানান্তরকারী
- গ. জনগণের সঞ্চয় গ্রহণকারী
- ঘ. ব্যবসায়ে ঋণদানকারী

২। কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ?
- ক. ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা
- খ. বিনিময় হার ঠিক করা
- গ. ক্লিয়ারিং হাউজ সুবিধা দান
- ঘ. ভ্রমণকারীর চেক প্রদান

৩। কোন ব্যাংক নোট ইস্যু করে?
- ক. সোনালী ব্যাংক
- খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
- গ. অগ্রণী ব্যাংক
- ঘ. জনতা ব্যাংক

রচনামূলক প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ চারটি কাজ বর্ণনা করুন।
২। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেন যে কোন পরিমাণ নোট ইস্যু করতে পারে না?

উত্তরমালা

অনুশীলনী ১০.১ : ১। গ, ২। ঘ, ৩। খ
অনুশীলনী ১০.২ : ১। গ, ২। ঘ, ৩। ক
অনুশীলনী ১০.৩ : ১। খ, ২। গ, ৩। ক
অনুশীলনী ১০.৪ : ১। ক, ২। ঘ, ৩। খ